স্বরূপনগরের জনসভায় তৃণমূল প্রার্থী বীণা মণ্ডল, নারায়ণ গোস্বামী, ঋতুপর্ণা আঢ্যর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ডানদিকে, স্বরূপনগরে লোকশিল্পীদের নাচের তালে মুখ্যমন্ত্রী। মেদিনীপুরে পদযাত্রায় বিশেষ ভাবে সক্ষম এক ব্যক্তির কথা শুনছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার। ছবি: আজকাল

## মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলার প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুক্রবার ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন। এদিন সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, ‘বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।’

## রবিবার ট্রাইবুনালের অফিস দেখতে যাবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা

ট্রাইবুনালের অফিস কাল, রবিবার পরিদর্শন করতে জোকায় যাবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। ১৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ট্রাইবুনালের কাজকর্ম দেখবেন। জোকার এসপি মুখার্জি ইনস্টিটিউটে ট্রাইবুনালের অফিস তৈরি হয়েছে। ট্রাইবুনালের প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সঙ্গে চার থেকে পাঁচজন কর্মী দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার সেই কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে একটি কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে।

# প্রধানমন্ত্রীকে মাছ নিয়ে কটাক্ষ মমতার

## ‘বিহারে খেতে দাও না, তাই বাইরে পাঠাতে হয়’

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলার মাছ উৎপাদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষের পাল্টা কটাক্ষ উঠে এল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভাষণে। শুক্রবার বারাসত কাছারি মাঠে। বললেন, ‘মোদিবাবু বলছেন, বাংলা থেকে বিহারে বেশি মাছ উৎপাদন হয়। সেটা বাইরে পাঠানো হয়। তা তো হবেই! তুমি বিহারে মাছ খেতে দাও না। তাই সেটা বাইরে পাঠিয়ে টাকা অর্জন করতে হয়।’ রাজ্যে রেকর্ড মাছ উৎপাদনের তথ্য যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সম্প্রতি বিহারে মাছ–মাংসে বিধিনিষেধ আরোপ নিয়ে কটাক্ষও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, হলদিয়ায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ‘বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলা মাছ চাষে আত্মনির্ভর হতে পারেনি। বিজেপি শাসিত রাজ্যে মাছ উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে।’

এদিন কাছারি মাঠে মমতার জনসভা ছিল বারাসতের প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত, মধ্যমগ্রামের প্রার্থী রথীন ঘোষ ও দেগঙ্গার প্রার্থী আনিসুর রহমান বিদেশের সমর্থনে। সেখানে তিনি বলেন, ‘মোদিজি মনে রাখবেন, মাছের চারা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম। বাংলায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার মেট্রিক টন মাছের উৎপাদন ছিল। এখন বেড়ে ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে মাছ আমদানি কমেছে। মাছ সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার তৈরি হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘মৎস্যজীবীরা বাইরে গিয়ে হারিয়ে গেলে তাঁদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি আমরা।’

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মাছের চারা উৎপাদনকারী রাজ্য। ২০১১ সালে মিষ্টি জলে মাছের উৎপাদন ছিল ১২ লক্ষ ৯০ হাজার মেট্রিক টন। এখন তা বেড়ে হয়েছে ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার মেট্রিক টন। আর নোনা জলের মাছের উৎপাদন হয়েছে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার মেট্রিক টন। মৎস্যজীবীদের উপার্জনও বেড়েছে। সাফল্যের কাহিনি এখানেই শেষ নয়। হ্যাচারিগুলির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে চারা উৎপাদন ২৬.০২ বিলিয়নে (২ হাজার ৬০২ কোটি) পৌঁছেছে। অন্যান্য রাজ্য থেকে মাছ আমদানি কমেছে। আগে ১ লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন মাছ আমদানি করা হত। এখন তা কমে হয়েছে প্রায় অর্ধেক। একই সঙ্গে অন্য রাজ্যে রপ্তানি বেড়েছে ১ লক্ষ ৬২ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার মেট্রিক টন। যার ফলে আমদানির চেয়ে ৭৬ হাজার টন মাছ বেশি রপ্তানি হয়েছে। বৈদেশিক রপ্তানিও বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

রাজ্যে এখন ২২৪ হেক্টর বড় জলাশয়ে বড় মাছের চাষ করা হচ্ছে। ফলে ভিন্‌রাজ্য থেকে মাছ আমদানি আরও কমবে।

মাছ রপ্তানিতে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। নতুন করে ৩০১টি ভেড়িতে বাগদা চিংড়ির চাষ হচ্ছে। ভেনামি চিংড়ি চাষ হচ্ছে নতুন ২০৫টি ভেড়িতে। ৪৪২টি ভেড়িতে মুলেট ও চিংড়ি একসঙ্গে চাষ করা হচ্ছে। ভেনাম চিংড়ি বাজারে সাদা চিংড়ি হিসেবে পরিচিত। এই ধরনের চিংড়ি প্রতি হেক্টরে বাগদার তুলনায় ৬ হাজার কেজি বেশি চাষ হয়। বাজারেও তার যথেষ্ট চাহিদা আছে। লবণাক্ত জলের খাঁড়িগুলি পলিমুক্ত করা হয়েছে। সেখানে যাতে মাছ চাষ করা যায়, সেজন্য মৎস্যজীবীদের সাহায্য করা হচ্ছে। স্থির হয়েছে, পুঁটি, কালবোস, মৌরলা, শিঙি, মাগুর, পাবদা মাছের চাষে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে উৎপাদনও বেড়েছে। দার্জিলিং জেলায় রেসওয়ে কালচার অফ রেনবো ট্রাউটে মাছের চাষ শুরু হয়েছে। এই মাছ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই পাওয়া যায়।

২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের অধীনে ‘জল ধরো জল ভরো’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ওই প্রকল্পের অধীনে নানা স্থানে নতুন করে পুকুর খনন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য স্বাদু জলে মাছের চাষ বাড়ানো। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্যচাষের জন্য ৪ হাজার ৩৭৩টি পুকুরকে ওই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৪০ হাজার ৮১০টি ছোট পুকুরে মাছ চাষ হচ্ছে। সেই জলশয়গুলির মোট পরিমাণ ৫ হাজার ৪৪১ হেক্টরের কিছু বেশি। একই সঙ্গে এয়ার ব্রিদিং ফিশ কালচারের অধীনে ৮১২টি পুকুরে দেশি মাগুর ও শিঙি মাছের চাষ করা হচ্ছে।

এ–রাজ্যে মৎস্যজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাছ চাষের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ‘বঙ্গ মৎস্য যোজনা’ নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তার আওতায় মাছ চাষের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ দেওয়া হয়। মৎস্যজীবীদের উন্নত মানের জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামও সরবরাহ করা হয়।

কংসাবতীর আবদ্ধ জলাধারে মৎস্যচাষ প্রকল্প নামে একটি পাইলট প্রোজেক্ট চালু হয়েছে। তার সুফল পেতে শুরু করেছে রাজ্য। এছাড়া ‘মাটির সৃষ্টি’ নামে আরেকটি প্রকল্পেরও কাজ চলছে। তার আওতায় দেশি মাগুর ও অন্যান্য বড় মাছের চাষ বাড়ানো হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের সাহায্য করার জন্য চালু হয়েছে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড। এর মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা অল্প সুদে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছেন। শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ, মাছের আচার তৈরি, মাছের পাপড় তৈরির যন্ত্র, মাছের আঁশ থেকে অলঙ্কার তৈরি ইত্যাদির জন্য ওই ঋণ পাওয়া যায়। তার সর্বোচ্চ পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা।

## পবিত্রকে মামলার অনুমতি হাইকোর্টের

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর। হুমকি, ছিনতাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়ার পরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পবিত্র। তিনি এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি, রক্ষাকবচ চেয়ে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়েছেন। তাঁকে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার মুখার্জি।

# বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

● ১ পাতার পর

ফুল ছড়িয়ে, শাঁখ বাজিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান মানুষ।

মেদিনীপুর কলেজ মাঠের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে গোলকুয়াচক, বটতলাচকে আসে। এখানে কালীমন্দিরে প্রণাম করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন। চলার পথে কাউকে হাত নেড়ে, কাউকে প্রণাম জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বটতলা থেকে নিমতলা পেরিয়ে স্কুলবাজার চকে পৌঁছোয় পদযাত্রা। নিমতলা এলাকায় স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। জগন্নাথমন্দির চক পেরিয়ে নতুন বাজার এলাকায় এসে শেষ হয় এদিনের পদযাত্রা।

মেদিনীপুর তাঁর চেনা। মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় সেই কথা বলতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। মেদিনীপুর কলেজ মাঠ থেকে বটতলাচক হয়ে নতুন বাজার পর্যন্ত দীর্ঘ ২ কিমিও বেশি পথে মানুষের ভিড় মিশে একাকার হয়ে যায় পদযাত্রায়। দেখে মনে হয়েছে একটা জনস্রোতকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে এদিন পদযাত্রায় পা মেলান মেদিনীপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজয় হাজরা, সাংসদ জুন মালিয়া, মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খাঁ, মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ, রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিংহ–সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব।

পদযাত্রা শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মী–সমর্থকদের কাছে ডেকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন। দলের প্রার্থী ও কয়েকজন নেতাকে ডেকে কথা বলেন। এরপর রওনা দেন খড়্গপুরের উদ্দেশে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও একবার মেদিনীপুর শহরে সাধারণ মানুষ উচ্ছ্বসিত, পাশাপাশি ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাড়তি এনার্জি পেলেন বলেই দাবি দলীয় নেতৃত্বের। শনিবার কেশিয়াড়িতে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।


পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস: পশ্চিম মেদিনীপুর
বিই–১, বিধান নগর ইস্ট, রেলওয়ে স্টেশন রোড, মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ৯৭৭১৪ ৯১২০৩ / ৮৯০০০ ১৯০৩৩
ই–মেল: cs8294@pnb.bank.in

০৫.০৫.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

অ্যানেক্সার–‘বি’

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।**

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

**সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ**

| ক্রম নং | শাখার নাম (সল আইডি) / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা | বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ] | ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক / গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ / ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক) | ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) / খ) ইএমডি (লক্ষ টাকায়) / গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (লক্ষ টাকায়) | ই–নিলামের তারিখ ও সময় / সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মেদিনীপুর (সল আইডি: ০৩৫০০০)<br>মেসার্স রায় ড্রায়ার মিল প্রোপ্রাইটর: মিসেস শিবাণী রায়<br>(১) মিসেস শিবাণী রায়, স্বামী– অরুণ কুমার রায়<br>(২) অরুণ কুমার রায় (জামিনদার) পিতা– পঞ্চানন রায়<br>উভয়ের ঠিকানা: ক্ষুদিরাম নগর, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ– ৭২১১০১<br>অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৫০০০৮৭০০০০৪৩১৩, ০৩৫০০০আইএল০০০০০১১৩, ০৩৫০০০জেএইচ০০২৭২৫৩৩ এবং ০৩৫০০০জেওয়াই০০০০০০২৩ | নিম্নোক্ত জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা– শালবনী, মৌজা– জামদা, জে এল নং ৫০৪, এল আর খতিয়ান নং ২৬, প্লট নং ২২, বাস্তু বাণিজ্যিক জমি, মোট আয়তন ২৪ ডেসিমেল, ২০০৯ সালের দলিল নং ৩৫১৩, **সম্পত্তির স্বত্বধারক অরুণ কুমার রায়।**<br>**সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– সরকারি জমি এবং পিএমজিএসওয়াই রাস্তা; দক্ষিণ– আনন্দ মহাদণ্ডের ফাঁকা জমি; পূর্ব– একই প্লটে মালিকের ফাঁকা জমি; পশ্চিম– বনভূমি।<br>**[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]** | ক) ২৮.০৬.২০২৪<br>খ) ₹১৩,৬৪,৪৩৩.৮৮ (তেরো লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশো তেত্রিশ টাকা এবং অষ্টাশি পয়সা মাত্র) + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৫.২০২২ থেকে উদ্ভূত সুদ, পেনাল চার্জ, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি<br>গ) ০৫.০৭.২০২৪<br>ঘ) প্রতীকী দখলাধীন | ক) ₹৫,৭৮,৩৪০.০০<br>খ) ₹০.৬০ লক্ষ<br>গ) ₹০.০২ লক্ষ | ০৫.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে<br>ব্যাঙ্কের জানা নেই |

**–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–**

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম **‘অনলাইন ই–নিলাম’** পদ্ধতিতে **https://baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **https://baanknet.com** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ই–কেওয়াইসির কাজটি ডিজিলকারের মাধ্যমে করতে হবে। ই–কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক চালান মোডের জন্য অনলাইন পেমেন্ট কাজে লাগিয়ে তাঁদের ই–ওয়ালেটে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগেই ওই পোর্টালে সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক যুক্ত হতে হবে। ইএমডি জমা শেষের তারিখ ও সময়/ নিলামের আগে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই রেজিস্ট্রেশন, ই–কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখতে হবে।
৩. ওপরে উল্লিখিত বায়না জমা (ইএমডি) অর্থাঙ্ক ই–ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পরে তা সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে যে বিডার অনলাইনে প্রয়োজনীয় ইএমডি যুক্ত করবেন না, তাঁকে ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(https://baanknet.com)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স,** রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, থার্ড ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ **(যোগাযোগের ফোন নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর: +৯১–৮২৯১২২০২২০, ই–মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)**। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://baanknet.com; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি **https://baanknet.com** পোর্টাল থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি **BAANKNET পোর্টালে (https://baanknet.com)** দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে **‘The Authorised Officer, Punjab National Bank**, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)’–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে .......–তে প্রদেয় (স্থানের নাম লিখতে হবে) ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেভাবে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।
২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ১০.০৪.২০২৬
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বাঃ– মহঃ ওয়েইজ আনসারি, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক



IDBI BANK
CIN : L65190MH2004GOI148838

**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**
৪র্থ তল, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৪৪ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭
মধ্যমগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সুরক্ষিত পরিসম্পদের ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
স্যান্টন ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস-এর অ্যাকাউন্টে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

**ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

**সারফায়েসি আইনের অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তাবলী পঠিতব্য**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকী/দায়বদ্ধ করা আছে, যার ভৌত দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক **২৮-০৪-২০২৫** তারিখে নেওয়া হয়েছে, সেটি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদারের **৩১-০৮-২০১২** অনুযায়ী বকেয়া **₹৩,১৩,৬৬,৩৫৫.০৪** (তিন কোটি তেরো লক্ষ ছেষট্টি হাজার তিনশো পঞ্চান্ন টাকা এবং চার পয়সা মাত্র) তৎসহ **০১-০৯-২০১২** থেকে এর ওপর প্রযোজ্য পরবর্তী সুদ, স্যান্টন ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস (ঋণগ্রহীতা) এবং জামিনদার অর্থাৎ শ্রীমতী সুমিতা সাহা এবং শ্রী শঙ্কর সাহার থেকে আদায়ের জন্য **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যা কিছু আছে" এবং "বিনা দায়বদ্ধতা ভিত্তিতে" ১৩-০৫-২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে। বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

**ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতার বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমার পরিমাণ এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো:**

| লট | ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার নাম | নিলাম করা হবে এমন সুরক্ষিত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | কাট অফ তারিখ পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় | সংরক্ষিত মূল্য/ ইএমডি/ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | **ঋণগ্রহীতা:** স্যান্টন ড্রাগস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস ৪ বি এন সরকার সরণি, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা ৭০০০১২৯<br>**বন্ধকদাতা:** শ্রীমতী সুমিতা সাহা ঠিকানা: ১০১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা, পিন- ৭০০০১২৯ | সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা ১৪ ছটাক চিহ্নিত বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ তৎসহ সামান্য কমবেশি ১৫০ বর্গফুটের একটি কাঁচা কাঠামো যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- উদয়রাজপুর, জে এল নং ৪৩, আর এস নং ৬, তৌজি নং ১৪৬, সি এস দাগ নং ৪৩৮, খতিয়ান নং ১১৪০, প্লট নং ৬৩৫, থানা- বারাসাত (বর্তমানে মধ্যমগ্রাম থানা-এর অধীনে), মধ্যমগ্রাম পৌরসভার স্থানীয় সীমানার অধীনে, ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ১৬/এ, অরবিন্দ সরণি বাই লেন (পাড়ায়াবাগান), জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভলিউম নং ১৬৮, এবং ৩৬৯ থেকে ৩৮৩ পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত, ২০০৬ সালের নং ০৪৯৫৮। সম্পত্তি শ্রীমতী সুমিতা সাহার নামে রয়েছে, তৎসহ এই জমিতে স্থিত যাবতীয় বাড়ি ও কাঠামো এবং পৃথিবীতে সংযুক্ত বা পৃথিবীর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ যেকোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত সমস্ত প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি এবং সম্পর্কিত পণ্য/ইনভেন্টরি। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ১২ ফুট সাধারণ চলাচলের রাস্তা; দক্ষিণ- বাড়ি সমেত অন্যান্য ব্যক্তিদের জমি; পূর্ব- প্লট নং ৬৩৬; পশ্চিম- ১২ ফুট সাধারণ চলাচলের রাস্তা। | **পরিদর্শনের তারিখ/সময়:** ০৮.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা<br>**ইএমডি জমার কাট অফ তারিখ:** ১১.০৫.২০২৬ বিকাল ৪টা পর্যন্ত<br>**ই নিলাম তারিখ/সময়:** ১৩.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ) | **সংরক্ষণ মূল্য:** ₹১,১৫,০০,০০০/-<br>**বায়না জমা (ইএমডি):** ₹১১,৫০,০০০/-<br>**বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক:** ₹২,০০,০০০/ |

**বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী:**

**বিড নথিতে উপস্থিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সারাংশ:**

১. সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয় "যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে", "যা কিছু আছে ভিত্তিতে" এবং "বিনা দায়বদ্ধতা ভিত্তিতে" সুরক্ষিত পাওনাদার অর্থাৎ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর জন্য এবং পক্ষে। এও (AO) আজকের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া থাকা এবং এখনও বকেয়া হওয়া বাকি কোনো বিধিবদ্ধ বা অন্যান্য বকেয়ার জন্য, যার মাধ্যমে ক্রেতার নামে সম্পত্তি হস্তান্তরে প্রভাব ফেলতে পারে এমন বকেয়া অন্তর্ভুক্ত, কোনো দায় নেবে না এবং এই ধরনের বকেয়া, যদি থাকে, ক্রেতাকেই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে তথ্য প্রদানে কোনো দায়বদ্ধতা নেয় না।
২. পূর্বোক্ত সম্পত্তি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৩. বিডের যোগ্যতা অর্জনের জন্য বায়না জমার পরিমাণ (ইএমডি) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুকূলে ডিডি/পিও (DD/PO) বা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নম্বর ১৩৫৩৪৯১৫০১০০১৭, আইএফএসসি (IFSC) কোড: IBKL0000135, শাখা: এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৪র্থ তল, ৪৪ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-এর অনুকূলে এনইএফটি/আরটিজিএস (NEFT/RTGS) এর মাধ্যমে জমা করতে হবে।
৪. বায়না জমার পরিমাণ (ইএমডি)-এর ওপর কোনো সুদ দেওয়া হবে না।
৫. সফল দরদাতাকে অবিলম্বে অর্থাৎ, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের পরে নয়, ক্ষেত্রবিশেষে, বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা দিতে হবে, যার মধ্যে ইএমডি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিক্রয় পরিচালনাকারী অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে বা এও (AO) কর্তৃক সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট পরিমাণ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, বায়না জমাসহ জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৬. এও (AO) কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সমস্ত বিড প্রত্যাখ্যান করা হলে, এও (AO) সারফায়েসি (SARFAESI) আইনে নির্ধারিত যেকোনো মোডের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৭. বিড নথিতে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক তৈরি চার্জ/বন্ধকের ওপর ভিত্তি করে, যার বিবরণ বিড নথিতে দেওয়া আছে। আগ্রহী পক্ষগুলিকে সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ যাচাই করার জন্য এবং অনুরোধের ভিত্তিতে এও (AO)-এর কাছে উপলব্ধ বন্ধকী সম্পদ সম্পর্কিত রেকর্ডগুলি পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৮. সুরক্ষিত পাওনাদাররা সুরক্ষিত সম্পদে কোনো ত্রুটি/ভুল/পার্থক্য/ঘাটতি ইত্যাদির জন্য বা কোনো অনুমতি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষের বকেয়ার জন্য দায়িত্ব নেয় না।
৯. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচ যেমন স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন, খরচ, কর দায়বদ্ধতা, যদি কিছু থাকে ইত্যাদি বহন করতে হবে।
১০. বিক্রয় কঠোরভাবে এই বিজ্ঞাপনে এবং বিড নথিতে প্রদত্ত নিয়ম ও শর্তাবলীর সাপেক্ষে। বিড নথি এও (AO), আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এনএমজি (NMG) বিভাগ, ৪র্থ তল, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭ থেকে ০৭-০৫-২০২৬ থেকে ০৮-০৫-২০২৬ পর্যন্ত যেকোনো কার্যদিবসে সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ৪:০০ টার মধ্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে বা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.idbi.bank.in এবং https://www.bankeauctionwizard.com থেকেও ডাউনলোড করা যেতে পারে।
১১. ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স অ্যান্টারেস সিস্টেম লিমিটেড-এর মাধ্যমে ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctionwizard.com-এ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে বিক্রয় পরিচালিত হবে এবং ১৩-০৫-২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ থেকে দুপুর ০১:০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণের সাথে অনুষ্ঠিত হবে।
১২. আগ্রহী দরদাতা নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন: (টি) +৯১ ০৩৩-৬৬৫৫৭৮২৪/৯০৮৫০৬৯৭৯৬, (ইমেল) avinash.kumar@idbi.co.in এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক আধিকারিক, জ্যোতি কুমারী-এর সাথে (টি) +৯১ ০৩৩-৬৬৫৫৭৬৭১/৯৮৫২৭২৩৩৭৩, (ইমেল) jyoti.kum@idbi.co.in এবং এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট ‘মা কালী অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কনসালটেন্সি (পি) লিমিটেড’-এর সাথে +৯১ ৮৮২০২৮৮২৮৮ নম্বরে।
১৩. ই-নিলাম সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: মিস বি এম সুস্মিতা / মিঃ কুশল বোস (৮৯৫১৯৪৪৩৮৩/৯৬৭৪৭৫৮৭১৯) (ল্যান্ডলাইন-০৮০-৪০৯৮২১০০) (ইমেল: sushmitha.b@antaressystems.com / kushal.b@antaressystems.com)। (অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী এবং পরিচিত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট (www.idbi.com) এবং https://www.bankeauctionwizard.com দেখুন)।

তারিখ: ১১-০৪-২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড